R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

আধুনিক ডিজাইনের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট, সোফা ইত্যাদি যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা চৈত্র, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ১৯শে মার্চ, ২০০৩ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

স্বর্ণ জয়ন্তী স্ব-রোজগার যোজনা প্রকল্পের কয়েক লক্ষ টাকা ফেরত যাবার মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের অধীন ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো গ্রামেই স্বর্ণ জয়ন্তী স্ব-রোজগার যোজনা প্রকল্পে একজন ঋণ গ্রহীতারও ঋণ মঞ্জুর করা হয়নি। এদিকে চলতি আর্থিক বছর শেষ হওয়ার মুখে। তাই জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে তিরস্কার ছাড়া কিছুই জোটেনি রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কপালে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে ব্লকে অনুষ্ঠিত একটি সভায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন স্বয়ং বি. ডি. ও। মেমো নং ১৮৪ (৪৫) তাং ১০-২-০৩ আহূত সভায় ঢাক ঢোল বাজিয়ে ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও মাত্র একজন ছাড়া বাকী ৯ জনই অনুপস্থিত ছিলেন। ব্লক প্রশাসন এই ত্রুটি স্বীকার করে জানিয়েছেন এই আর্থিক বছরেও কয়েক লক্ষ টাকা অনুদান গ্রহণ করতে ব্যর্থ হ'ল রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতি।

গোয়েন্দা পুলিশ ও মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় ১৩ জন কুখ্যাত ডাকাত ও ২ পিস্তল ব্যবসায়ী আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৯ থেকে ১৬ মার্চ জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন থানা এলাকায় এক সাথে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ ৭২ জন ওয়ারেন্ট আসামী ছাড়া বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে গত ৯ মার্চ সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান ডাকবাংলো মোড় থেকে ৭ জন এবং ১০ মার্চ ফরাক্কা থানা এলাকা থেকে ৬ জন মোট ১৩ জন ডাকাত ধরা পড়ে। এদের কাছ থেকে ৪টি পিস্তল, ৪ রাউন্ড গুলি ও ২১টি বোমা উদ্ধার হয়। ওরা ডাকাতির উদ্দেশ্যে জাতীয় সড়কের ধারে জড়ো হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এছাড়া পরবর্ত্তীতে আরো ২টি পিস্তল, ২ রাউন্ড গুলি ও বেশ কিছু বোমা উদ্ধার হয়। অন্যদিকে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের সহযোগিতায় উমরপুর এলাকা থেকে বাহার আলি ও এন্তাজ আলি নামে বীরভূম এলাকার দু' জনকে গ্রেপ্তার করে। এদের কাছ থেকে ৪টি দেশী পিস্তল ও বেশ কিছু কার্তুজ উদ্ধার হয়। এদের একটি গ্যাং বেশ কিছুদিন (শেষ পৃষ্ঠায়)

মাধ্যমিকে টোকাটুকিতে বাধা পেয়ে শেষ পরীক্ষার দিন দুটি সেন্টারে ছাত্র অসন্তোষ—ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : মাধ্যমিক পরীক্ষায় টোকাটুকিতে বাধা পেয়ে গত ১১ মার্চ শেষ পরীক্ষার দিন বেশ কিছু উচ্ছৃংখল পরীক্ষার্থী পরীক্ষা হলে তান্ডব চালায়। তারা বেঞ্চ, ডেস্ক, চেয়ার, টেবিল, সিলিং ফ্যান ভাঙচুর করে। জঙ্গিপুর মহকুমার দুটি পরীক্ষা কেন্দ্রে এই ধরনের ছাত্র অসন্তোষের খবর আমাদের দপ্তরে এসেছে। সামসেরগঞ্জ থানার কাঁকুড়িয়ার সাহেবনগর হাই স্কুল সেন্টারে ১১ মার্চ শেষ পরীক্ষা ভৌত বিজ্ঞান শেষ হবার পর একদল ছাত্র ঐ স্কুলের জনৈক শিক্ষককে আক্রমণ করে। উত্তেজিত ছাত্রদের বাধা দিতে গিয়ে ইটের আঘাতে সামসেরগঞ্জ থানার এক এ, এস, আই আহত হন। জানা যায়, ৪ মার্চ ইংরাজী পরীক্ষার দিন ঐ শিক্ষক টোকাটুকির জন্য এক পরীক্ষার্থীর গায়ে হাত দেন। তারই ফলশ্রুতি এই ঘটনা। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক (শেষ পৃষ্ঠায়)

রবীন্দ্র ভবন ও পুর লজ 'কিছুক্ষণ' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৭ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ শহরে নবরূপায়িত 'রবীন্দ্র ভবন' ও জঙ্গিপুরে পুর লজ 'কিছুক্ষণ' এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে গেলেন রাজ্য পৌর বিষয়ক দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমতী অঞ্জু কর। দুটি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। রবীন্দ্র ভবনের অনুষ্ঠানে জেলা সভাধিপতি সচ্চিদানন্দ কান্ডারী, জেলা শাসক মনোজ পন্থ, জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান, (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিশ্ব নারী দিবসে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শপথ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে ফরাক্কা রিক্রিয়েশন হলে এক অনুষ্ঠানে এই চক্রের সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সমবেত হন। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করেন জেলা পরিষদের সদস্যা হাসিনা বিবি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মঞ্জু পান্ডে। উল্লেখ্য, মহিলারাই অনুষ্ঠানটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

মহরমের মিছিলে ওয়াল্ড কাপের বিশাল অবয়ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৪ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ শহরে এক মহরমের মিছিলের পুরোভাগে তেরঙ্গা পতাকা গায়ে জড়ানো ও শোলার তৈরী ওয়াল্ড কাপ হাতে এক বালক অনেকের নজর কাড়ে। শুধু তাই নয়—তাজিয়ার পাশাপাশি থার্মোকলের এক বিশাল ওয়াল্ড কাপের আদল দর্শক সাধারণের কাছে দৃষ্টি নন্দন ঘটনা এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে অনেকে মনে করেন। মহকুমায় মহরম অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণ ছিল।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা চৈত্র বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ মহরম প্রসঙ্গে ॥

অযোধ্যা ইস্যুতে যখন এই দেশে এক শ্রেণীর মানুষ (অবশ্যই মৌলবাদী) লঙ্কাকান্ড করিতেছেন, তখন এখানে কোথাও কোথাও অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ মিলন ও সম্প্রীতির এক নজীর স্থাপন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইতেছেন।

মানব সভ্যতার অমানিশাকালে গুহা-মানবদের বর্বর জীবনযাত্রায় প্রাণধারণের উপায় ছিল শিকার করা পশুর কাঁচামাংস ও ফলমূল ভক্ষণ। বনের পশু মারিয়া কোনও আদিমমানব উচ্চ বৃক্ষে আরোহণপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে অর্থহীন চিৎকার করিত। তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া অন্যান্য মানব-মানবী সেখানে উপস্থিত হইলে মৃত পশুর চারিদিকে বসিয়া সম্মিলিতভাবে ভোজনপর্ব সমাধা করিত। এই প্রকার মহানন্দে ভোজন তৎকালীন ঐক্যবোধের পরিচায়ক।

গত সপ্তাহে মহরম পর্ব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সুদূর অতীতে হজরত হাসান ও হজরত হোসেনের বেদনাদায়ক জীবন কাহিনী স্মরণ করিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী মহরম মাসে শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। গ্রাম্য কবির কণ্ঠে শুনিয়াছি—"মহরমের চাঁদ এল কাঁদাতে ফের এ দুনিয়া।" এই মহরম অনুষ্ঠানে কৃত্রিম 'কারবালা' প্রান্তরের আয়োজন করা হয়। তাজিয়া লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে সকলে 'হায় হাসান, হায় হোসেন' ধ্বনি তুলিয়া এবং আরও নানা প্রকার ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে সেখানে সমবেত হন ও হাসান-হোসেনের স্মৃতিতর্পণ করেন। কোথাও কোথাও দরগাগুলি নানাভাবে সজ্জিত করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ শহরের দরবেশপাড়ায় হাসান-হোসেনের স্মারক একটি দরগা শরীফ দীর্ঘদিন হইতে রহিয়াছে। গত মহরম অনুষ্ঠানের সময় এই দরগা শরীফ কলাগাছ দ্বারা সাজান হইয়াছিল। মনে রাখা দরকার যে, মক্কা, কুফা, কারবালা প্রভৃতি মরু অঞ্চলে কলাগাছ জন্মায় না। হিন্দুরা তাঁহাদের ধর্মকার্যে কলাগাছ ও পাকাকলা ব্যবহার করেন। অন্যান্য ফলেরও ব্যবহার আছে। রমজান মাসে 'ইফতার' সময়ে পাকাকলা ব্যবহার করা হইতে পারে। কিন্তু কী অদ্ভুত সহনশীলতা! মহরমের সময় কলাগাছ দিয়া দরগা সজ্জা! কী সুন্দর সহাবস্থান।

অথচ পরিতাপের বিষয় যে, উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদীরা ভুলিয়াছেন, "মানুষে মানুষে নাইরে বিভেদ, নিখিল-ভুবন ব্রহ্মময়।" নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আজ মৌলবাদীরা স্বসম্প্রদায়ের মানুষকে এক বিভ্রান্তির মধ্যে টানিয়া নানা দুঃখ-কষ্টে ফেলিতেছেন; নিজেরা রহিতেছেন নিরাপদ ঘেরাটোপের মধ্যে।

হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ শান্তিময় জীবন-যাপন করিতে চাহেন। কিন্তু মৌলবাদীরা স্বার্থগৃধ্ন হইয়া ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়া অশান্তির সৃষ্টি করিয়া চলিতেছেন। এই রাহুমুক্তি ঘটাইতে হইবে সাধারণ মানুষকেই। তাঁহারা জোটবদ্ধ হইয়া মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান; দেখিতে পাইবেন যে, মৌলবাদ নির্মূল হইয়াছে, দেশে অনাবিল শান্তি বিরাজ করিতেছে।

প্রীতির রঙে

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

সকাল থেকে মাতামাতি
কিসের গোল ?
আবির নিয়ে ফাল্গুনী কি
খেলছে দোল ?
ওরে পলাশ ওরে বকুল
তোরাও আয় ;
মাখ্‌না তোরা রঙের আবির
আপন গা'য়।
আয়রে ভোলা খোল্‌না মনের
বন্ধ খিল ;
সবার রঙে দে রাঙিয়ে
সবার দিল।
যাক্‌ না ঘুচে দ্বন্দ্ব-দ্বিধা
মনের কালি ;
প্রীতির রঙে ভালোবাসায়
হোক্‌ না হোলি।

প্রতিবন্ধী সহায়তা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ মার্চ সুতী-২ ব্লকের অরঙ্গাবাদ আইডিয়াল স্কুলে রঘুনাথগঞ্জের শ্রীমা শিল্প নিকেতনের উদ্যোগে জেলা ও ভারত সরকারের কলকাতাস্থিত প্রতিবন্ধী সহায়তা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধী সহায়তা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রায় ৫০০ প্রতিবন্ধী উপস্থিত হন। তাদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় ও সরকার থেকে কার্ড বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় সহায়তা করেন বিজয় মুখার্জী ও এলাকার প্রধান নুর ইসলাম।

প্রসঙ্গ ঃ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

শীলভদ্র সান্যাল

গত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে বাঙালি (তথা ভারতবাসী) বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উগ্র নেশায় একেবারে বুঁদ হ'য়ে আছে। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার সিংহভাগ জুড়ে শুধু ক্রিকেট আর ক্রিকেট। ক্রিকেট জ্বরে আক্রান্ত অন্ধ সমর্থকদের, ভারতীয় দলকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ এমন চড় চড় ক'রে উঠছে যে, আমেরিকার রণ-হুংকার নিতান্ত ম্যাড় মেড়ে শোনাচ্ছে! যশোবন্ত সিংহের নরম-গরম বাজেট নিয়েও কারও বিশেষ মাথাব্যথা নেই। এখন সকলের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দু হ'ল সৌরভ বাহিনীর বিশ্ববিজয় অভিযান। সাগর পার থেকে তারা যেন এক ঝলক টাটকা মৌসুমী বাতাস বয়ে এনেছে। ধানতলা, ঘোকসা-ডাঙায়—নারী নির্যাতন, আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলির দর কষাকষি, গঙ্গার ভাঙন রোধে পদযাত্রার প্রতিযোগিতা, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর জটিল পরিসংখ্যান, ফের উস্‌কে দেওয়া অযোধ্যা-বিতর্ক ইত্যাদিও আর তেমন ক'রে চোখ টানতে পারছেনা। পাড়ায় পাড়ায় যত দূর চোখ যায়, রাস্তা জুড়ে শুধু ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। ভারতের এই নব্য জাতীয়তাবাদের কাছে সব বর্ণ, ধর্ম, দল, জাতপাতের বৈষম্য এই মুহূর্তে হারিয়ে গেছে। সন্ত্রাসবাদ কবলিত বিচ্ছিন্নতা-কামী ভারতবর্ষকে এক-সূত্রে বেঁধে দিয়েছে এই ক্রিকেট। ছত্রপতি শিবাজী থেকে স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী যা পারেননি তা সম্ভব করেছে এগারোটি দামাল ছেলের এই অসাধারণ ব্যাট-বলের জাদু! ভারত জেতা মাত্র, পাড়ার ছেলে-ছোকরারা সব উদ্দাম-উল্লাসে শাঁখ-ঘন্টা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে হৈ হৈ ক'রে। বাজি-পটকার আওয়াজে পাড়ার মেয়ে-বৌ-বুড়োরা পর্যন্ত একবার দরজা-জানলা খুলে রাস্তার পানে উঁকি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। পাঁচ সাত বছরের তাতাই, পাপন, পিংকুদের দু'হাত তুলে সে কী উদ্দাম নৃত্য, 'জিতেগা, জিতেগা ইন্ডিয়া জিতেগা,' কিংবা টি, ভি স্ক্রীনে এ্যাড্‌-এর অনুকরণে, 'কর্‌ লো দুনিয়া মুট্‌ঠি মে!' রাষ্ট্রীয় আনন্দ রাষ্ট্রভাষাতেই প্রকাশ করা উচিত, এটা তারাও জানে বোধ হয়! ইংলন্ড, পাকিস্তান, কিনিয়া, শ্রীলংকা —নাঃ! ভারতের বিজয় রথকে, এবার থামায়, কার সাধ্য? বিজয়টিকা পরিহিত অশ্বমেধের ঘোড়ার মত দলটা ছুটছে যেন! বিশেষতঃ, ভারত-প্যাকিস্তান ম্যাচে, সচিনের ব্যাট সেদিন ঝলসে উঠল (৩য় পৃষ্ঠায়)

জল দূষণ প্রতিরোধে আলোচনা সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেস ক্লাসেস লীগের উদ্যোগে ও কেন্দ্রিয় সরকারের বন ও পরিবেশ দপ্তরের সহযোগিতায় গত ৯ ও ১০ মার্চ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের জেলা পরিষদ নির্মিত বিশ্রামালয়ে পানীয় জলের উৎস কি, কিভাবে পরিষ্কার ও দূষণ মুক্ত রাখা যায়—সেই বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ শহর ও পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আসা প্রায় ৪০/৫০ জন মহিলা ও পুরুষ এই দু' দিনের সচেতনতা কর্মসূচীতে অংশ নেন। আলোচনায় বক্তব্য রাখেন জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ সুকরাণা মন্ডল, পুর কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত ও ডিপ্রেস লিগের সম্পাদক অশোক দাস।

জায়গাসহ দোতলা বাড়ী বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরাপল্লীতে সুপরিবেশে দুই দিকে মিউনিসিপ্যাল রাস্তা সম্বলিত মোট সওয়াসাত কাঠা জমি মধ্যে দোতলা বাড়ী বিক্রয় হইবে। সম্পূর্ণ ফাঁকা জায়গা রাস্তার উপর ২½ (আড়াই) কাঠা ও অভ্যন্তরে আনুমানিক ১½ (সওয়া) কাঠা। বাকী অংশ জুড়ে বাড়ী।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

ডঃ চুনিলাল গুপ্ত, ফোন ঃ ০৩৪৮২/২৫৪২৪৭

এনটীপীসী NTPC

ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিঃ

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশন

টেণ্ডার আহ্বায়ক নোটিশ

নোটিশ নং টি—০১/৮৬৫৭

নিম্নোক্ত কাজের জন্য এন, টি, পি, সি ফরাক্কা ষ্টেশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী অভিজ্ঞ সংস্থার নিকট হইতে সিলকরা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

ক্রমিক নং	কাজের নাম	পরিমাণ	দর (টাকায়)	মোট মূল্য (টাকায়)
০১	নিশিন্দ্রা অ্যাশ ডাইকের রেজিং ওয়ার্কে' (ছাইসহ) স্যান্ড ব্ল্যাংকেট, স্যান্ড ফিলটার, স্যান্ড চিমনী তৈরীর জন্য গুমানী রিভার কোর্স স্যান্ড সরবরাহ।	৩৮০০০ সি ইউ এম		

উল্লিখিত মোটা বালির গুণাগুণ

i) ডি—৫০ ফিলটার / ডি—৫০ বেস মেটেরিয়াল =২৫ ভাগের কম

ii) ডি—১৫ ফিলটার / ডি—১৫ বেস মেটেরিয়াল =৬ হইতে ১৯

iii) ডি—১৫ ফিলটার / ডি—৮৫ বেস মেটেরিয়াল =৫ এর কম

iv) ওজনে ০·০৭৫ এম, এম, আকার হইতে মসৃণ ৫ শতাংশের বেশি ফিলটার বালিতে থাকিবে না।

v) বালি হইবে রাবিশ গুঁড়ো, কাঠ, গাছ গাছড়া এবং ক্ষতিকর বস্তু মুক্ত।

পরিমাপের রীতি ও ডেলিভারী দেওয়ার স্থান

মূল্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে বহনকারী ট্রাকেই বালির মাপ লওয়া হইবে এবং ডেলিভারী দিতে হইবে—এন, টি, পি, সি ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশনের নিশিন্দ্রা অ্যাশ ডাইক লাগুন —২ (Lagoon –II)

দায়িত্ব গ্রহণের দিন হইতে দুই মাসের মধ্যে কাজ শেষ করিতে হইবে। ডাক গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময় ২২/৩/০৩ বেলা ২-৩০ পর্যন্ত এবং দরপত্র খোলার তারিখ এবং সময় ২২/৩/০৩ বেলা ৩-৩০

।। সর্তাবলী ।।

১) সফল যোগ্যতাসম্পন্ন বিধায়ককে আদেশপত্রসহ সিকিউরিটি ডিপোজিট ৫০,০০০·০০ টাকা জমা দিতে হইবে। ২) ডাক যোগে পাঠানোর ক্ষেত্রে বিলম্বে টেন্ডার প্রাপ্তি বা অন্য কোন কারণে অপ্রাপ্তির জন্য এন, টি, পি, সি দায়ী থাকিবে না। ৩) খামের উপর টেন্ডারের নামোল্লেখ এবং কাজের বিবরণ দিতে হইবে। ৪) যদি টেন্ডার পত্র গ্রহণের দিন ছুটি বা বন্ধের দিন পড়ে তবে তাহা পরবর্তী কাজের দিনে গৃহীত হইবে। ৫) টেন্ডার পত্রে প্রেরিত প্রস্তাব ২২/৩/০৩ বেলা ২-৩০-এর মধ্যে (ফোন নং ০৩৫১২—২৬২২১/ফ্যাক্স নং ০৩৫১২—২৬০৮৫) সিনিয়র ম্যানেজার (সি. এস) এর অফিসে পেঁছাইতে হইবে। ৬) যোগাযোগের ঠিকানা : সিনিয়র ম্যানেজার (সি. এস), ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড, ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশন, পোঃ নবারুণ, জেলা—মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২-২৩৬, (পশ্চিমবঙ্গ)

বিশ্বকাপ (২য় পৃষ্ঠার পর)

পরশুরামের কুঠারের মত, আর পাকিস্তান দুরমুশ হ'ল, সেদিন ছিল ভূত চতুর্দশী। মন্দিরে মন্দিরে চলছিল, শিবের মাথায় জল ঢালার পালা। শঙ্খ-ঘন্টার ধ্বনি, ঢাকের বাদ্যি সেদিন সকলের বিজয়োল্লাসের সাথে মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে গেছিল। মহাদেবের প্রলয়-নৃত্য আর সচিন তান্ডবের এ বুঝি এক অব্যর্থ সমীকরণ! সারা-দিনভর মে'য়দের উপবাস আর শিবের মাথায় জল ঢালা সার্থক হয়েছিল বলতে হবে! যা দেবী সর্বভূতেষু ক্রিকেটরূপেণ সংস্থিতা। চন্ডী ভক্ত সৌরভের ঘরে সব সময় মা-চন্ডীর একটি ছবি থাকে, গলায় থাকে মন্ত্রপূত তাবিজ! ক্রিকেট নিয়ে আসমুদ্র হিমাচল এই উন্মাদনা এক কথায় অভূতপূর্ব। সেই উনিশশো তিরাশি সালে কপিলদেবের নেতৃত্বে ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতিকেই উসকে দেয়। কপিলের যোগ্য উত্তরসূরী হ'তে পারবে তো আমাদের সৌরভ? সেটা অবশ্য পরের কথা। নিউজিল্যান্ডে ওই ঘোর দুঃস্বপ্নের পর দলটা যে এত দূর এগোবে এ-ই বা কে ভাবতে পেরেছিল! আর, এ-সব কিছুর জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন, ওই বঙ্গ সন্তান। সকলের নয়নের মণি, সৌরভ গাঙ্গুলি। ভারতীয় দলের অধিনায়ক একজন বাঙালি, এ কি কম গর্বের কথা!

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শপথ (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনা করেন এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন শিক্ষিকা সুরভি আচার্য্য। ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে প্রভাত ফেরীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে নাচ-গান-কবিতা-আবৃত্তিতে মূল অনুষ্ঠানটি নূতন রূপ নেয়। সভানেত্রী তাঁর ভাষণে বলেন—"মেয়েদের আজ শুধু ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এক নূতন পৃথিবীর সন্ধানে এগিয়ে আসতে হবে। এর জন্য পুরুষদের সহযোগিতা অবশ্য কাম্য।" মঞ্জু পান্ডে অতীতকালে নারী এবং বর্ত্তমানকালের নারীদের নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, নারী স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃংখলতা নয়। শিক্ষক নেতা লুৎফল হক বলেন—নারীর শত্রু নারী। আজকের নারীরা নারীদের দ্বারাই লাঞ্ছিত হন বেশী। গৃহবধূ তার শাশুড়ীর দ্বারা অত্যাচারিত হন। আর এক শিক্ষক নেতা মনোরঞ্জন ঘোষ, মঞ্জু পান্ডে ও লুৎফল হকের বক্তব্য সমর্থন করে বলেন—নারীর মর্যাদা রক্ষা করাই হোক আজ নারী দিবসের শপথ।

সেন্টারে ছাত্র অসন্তোষ—ভাঙচুর (১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান, 'এবার ৫টি স্কুলের মোট ৫৪৩ জন পরীক্ষার্থী এখানে পরীক্ষা দিচ্ছে। তিনি আরো জানান—স্কুলের পরিকাঠামো উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও এখানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার হবারও কথাবার্তা চলছে'। অন্যদিকে সাগরদীঘি থানার বোখারা জুবেদ আলী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্রেও ১১ মার্চ শেষ পরীক্ষার শেষে সেখদীঘি স্কুলের বেশ কিছু পরীক্ষার্থী হলের চেয়ার, বেঞ্চি এমনকি সিলিং ফ্যান পর্যন্ত ভাঙচুর করে। ইংরাজী ও অংক পরীক্ষায় টোকাটুকিতে বাধা দেয়ার প্রতিবাদে নাকি এই ভাঙচুর। পরীক্ষা কেন্দ্রে পুলিশ মোতায়েন থেকেও নীরব দর্শকের ভুমিকা নেয়।

কাঁচা বিড়ি সরবরাহের
।। টেণ্ডার নোটিশ ।।

এতদ্দ্বারা সরকারের সকল নির্দেশ মানিয়া কাঁচা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক বিড়ির ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল এক্সাইজ এস, আর, পি ট্রেড নোটিশ নং ৫২/৯৩ মোতাবেক নথিভুক্ত ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে, অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (অরঙ্গাবাদ, মিঞাপুর, ওমরপুর, ধুলিয়ান, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক, চামাগ্রাম, টুঙ্গিদীঘি, করণদীঘি, দোমোহনা শাখা অফিসসহ) ২০০৩-২০০৪ সালে বাঁধাই কাঁচা বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিল্ড টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন।

উক্ত টেন্ডার ২০০৩ সালের ৩১শে মার্চ তারিখ অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে উক্ত ৩১শে মার্চ ২০০৩ তারিখেই উপস্থিত টেন্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেন্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেন্ডার বা টেন্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেন্ডারের নমুনা ও বিড়ির শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং-এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন।

ইতি—
রাজকুমার জৈন
সাধারণ সম্পাদক
অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

তারিখ—১৫/৩/২০০৩
অরঙ্গাবাদ
ফোন ঃ ০৩৪৮৫/২৬২৪৫১

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন (১ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুরের বিধায়ক আবুল হাসনাৎ ও জঙ্গিপুরের ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক সবুজবরণ সরকার উপস্থিত ছিলেন। সচ্চিদানন্দ কান্ডারী ও মনোজ পন্থ তাঁদের ভাষণে রবীন্দ্র ভবনের আয় থেকে যাতে সংস্কারের অর্থ উঠে আসে তার দিকে কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ জানান। সাংসদ আবুল হাসনাৎ খান আগামীতে আরও ৫ লক্ষ টাকা রবীন্দ্র ভবনের জন্য দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বিধায়ক আবুল হাসনাৎ রবীন্দ্র ভবনের উন্নতির জন্য পুরপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে এর ভাড়া যাতে সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ জানান। পুর রাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমতী অঞ্জু কর বলেন—আমি এখানে 'রবীন্দ্র ভবন' এর উদ্বোধন করতে এসে আনন্দিত। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য আমাদের সরকার সচেষ্ট। বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলো মানুষকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। শহরের জনসংখ্যা ২৯ শতাংশে পৌঁছে গেছে, মানুষ শহরকেন্দ্রিক হয়েছে। মানুষের চাহিদা বাড়ছে। আমরা চেষ্টা করছি তাদের চাহিদা মেটাতে। জঙ্গিপুর পুরসভার কাজে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে জানান—পুর এলাকার উভয় পারেই পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করব। আর্থিক সমস্যার জন্য অনেক প্রকল্প দেরী হচ্ছে। জঙ্গিপুরের পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান—ষাট এর দশকে স্থানীয় রোহিণীকুমার রায় ও তদানীন্তন মহকুমা শাসক অমলকৃষ্ণ গুপ্তের আমলে রবীন্দ্র ভবন নির্মাণে উদ্যোগ নিলেও তা পরিপূর্ণতা লাভ করেনি। গত দু' বছর আগে পুরসভা এর দায়িত্ব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ভবনের রূপ দেয়। ভবন সংস্কারে ভেতরের কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় কলকাতার মন্ডল কনস্ট্রাকসনকে। এতে খরচ হয়েছে ৪৩ লক্ষ টাকা। এছাড়া বাইরে রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণেও কিছু ব্যয় হয়েছে। সংস্কারে আর্থিক সহযোগিতা করেছেন জঙ্গিপুরের সাংসদ ১০ লক্ষ, বিধায়ক ৫ লক্ষ। এছাড়া জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসন দপ্তর থেকে সাড়ে বার লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। বাকী পুরসভার দায়িত্ব। চ্যারিটি শো করে রবীন্দ্র ভবনে জেনারেটর চালুর ইচ্ছা প্রকাশ করেন পুরপতি। ঐ দিন বেলা ৩'৩০ নাগাদ জঙ্গিপুর পুর লজ 'কিছুক্ষণ' উদ্বোধন করতে এসে পুর রাষ্ট্র মন্ত্রী অঞ্জু কর বলেন, বিশ্বায়ন যখন সমানে চলছে তখন অন্য রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গের ২৬ বছরের উন্নয়নমূলক চিত্র আশাব্যঞ্জক। তবে সব কাজের পিছনে লুকিয়ে আছে যে উন্নয়ন সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। বর্তমান আর্থিক সংকটে রাজ্য সরকার চাকরী দিতে পারবে না। রাস্তা ঘাট, ড্রেন পুরসভার পরিষেবার উন্নতি করে সমস্যার সমাধান হবে না। সার্বিকভাবে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি না ঘটাতে পারলে সমস্যা সমস্যাই থেকে যাবে। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী পুরপতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন—রঘুনাথগঞ্জে 'ভাগীরথী লজ' পরীক্ষামূলক ভাবে নির্মাণ করে আমরা সফল হয়েছি। তেমনি জঙ্গিপুরবাসীর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা আমরা এক বছরের মধ্যে পূরণ করে ৩৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয়ে তৈরী করেছি পুর লজ 'কিছুক্ষণ'। পৌর নিগমের অনুদানকৃত অর্থে এই লজ তৈরী হয়েছে। অনুষ্ঠানে জঙ্গিপুরের সাংসদ ও বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন।

২ পিস্তল ব্যবসায়ী আটক (১ম পৃষ্ঠার পর)

ধরে বিহার ও বাংলাদেশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র এনে এই অঞ্চলে সমাজ-বিরোধীদের মধ্যে বিক্রী করছিল। ধৃত বাহার ও এন্তাজকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কলকাতা ভবানী ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গোয়েন্দা পুলিশ আশা করছে এদের কাছ থেকে চোরা চক্রের হদিশ মিলবে। শেষ খবরে জানা যায়, সি, আই, ডি দপ্তরের তৎপরতায় সুতী থানা এলাকা থেকে এক জাল নোট কারবারী গ্রেপ্তার হয়েছে। তার কাছ থেকে ৩টি ৫০০ টাকার জাল নোটও উদ্ধার হয়েছে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সর্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।